১৯.১২. বর্তমান ভারতীয় সমাজে নারী (Women in Modern Indian Society)

স্বাধীন ভারতে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টিকে অস্বীকার করা যায় না। এই পরিবর্তনের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে মহিলাদের জীবনধারায়ও পরিলক্ষিত হয়। এই সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত অল্প-বিস্তর ব্রিটিশ আমলেই দেখা গেছে। ইংরেজ শাসকরা প্রথমে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে। সমকালীন ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায় কয়েকজন দৃঢ়চেতা বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক নির্যাতিত মহিলাদের করুণ অবস্থার সংস্কার সাধনের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হন। পুরুষ সমাজ সংস্কারকদের এই উদ্যোগের সুবাদে মহিলাদের বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকার বিবিধ সংস্কারমূলক দাবি-দাওয়াকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। বিদ্যমান বিবাহ ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ ছিল চূড়ান্তভাবে অবহেলিত বা উপেক্ষিত। এ রকম অবস্থায় বিদ্যমান কিছু কিছু ব্যবস্থার অবসান এবং কিছু কিছু ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতে আইন প্রণীত হয়। সংস্কারমূলক এই সমস্ত আইন ছাড়াও শিল্পায়ণ, নগরায়ন, পশ্চিমীকরণ, আধুনিকীকরণ, সংস্কৃতায়ণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার প্রভাবে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এবং এই সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই নারীজাতির জীবনধারায় পড়েছে। একথা অস্বীকার করা যাবে না। কতকগুলি ক্ষেত্রে পরিবর্তন মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সাবেকি পিতৃকর্তৃত্বমূলক মানসিকতার পিছুটান অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের সমাজব্যবস্থায় এখনও নারী-পুরুষগত বিচারে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিষয়টিকে নিতান্তই একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মহিলারা এখনও হল স্থায়িভাবে পত্নী ও জননী। আবার মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ধনবৈষম্যমূলক পরিকাঠামোয় মহিলাদের উপর শোষণ-পীড়নের কথা বলা হয়। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসাম্য-বৈষম্য এই শোষণের সহায়ক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে।

বর্তমান ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে একাধিক গবেষণামূলক সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে। এ বিষয়ে বহু বিদগ্ধ সমাজবিজ্ঞানীর প্রামাণ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি গ্রন্থের পর্যালোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলি হল ঃ নীরা দেশাই-এর *Women in Modern India* (1957) ; বি. আর. নন্দ'র *The Indian Women : From Purdah to Modernity* (1976) ; এম. এন. শ্রীনিবাস-এর *The Changing Position of Indian Women* (1978) ; রাম আহুজার *Rights of Women : A Feminist Perspective* (1992); কমলা ভাসিন-এর *What is Patriarchy* (1993) এবং *Understanding Gender* (2000) প্রভৃতি। উল্লিখিত সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ভারতে মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। এই আলোচনায় কতকগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। আধুনিককালের রাজনীতিক-সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় বলা হয় যে, ভারতীয় জনজীবনের আধুনিকীকরণের মাত্রা পরিমাপের অন্যতম উপায় হল সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের মর্যাদাগত অবস্থান নির্ধারণ করা। বর্তমান ভারতের সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে অর্থবহ।

পরিবার ব্যবস্থা ও ভারতীয় নারী

সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতের সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য-বৈষম্যের বিচারে সামাজিক স্তরবিন্যাস এখনও বর্তমান। এবং পরিবার ব্যবস্থার মধ্যেই নারী-পুরুষগত অসাম্য-বৈষম্যের সূত্রপাত ও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে পরিবারকেই লিঙ্গ বৈষম্যের সূতিকাগার বলা যায়। পরিবারের পরিধির মধ্যেই নারী অবদমনের এবং পুরুষ-প্রাধান্যের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে। ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থায় পিতৃকর্তৃত্বের দিক থেকে নারী-অবদমনের বিষয়টিকে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে দেখা হয়। লিঙ্গ-স্তরবিন্যাস, পুরুষ-প্রাধান্য এবং নারী-অবদমন ভারতীয় সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থার সাবেকি বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য এখনও বহুলাংশে বর্তমান। ভারতীয় পরিবার আকৃতি-প্রকৃতিতে পিতৃতান্ত্রিক। দু-একটি ছোটখাট ব্যতিক্রম এখানে-ওখানে থাকলেও পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক প্রকৃতি এখনও অব্যাহত। পরিবারের পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যেই ছোট বড় সকল সদস্যের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার সূত্রপাত, বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। নারী-পুরুষের মধ্যে মর্যাদাগত অসাম্য-বৈষম্য পরিবারের মধ্যেই প্রবলভাবে বর্তমান থাকে। এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা উত্তরপুরুষের মধ্যে প্রবাহিত ও সঞ্চারিত হয়। এইভাবে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এক স্বাভাবিক ও সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়ে পরিণত

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও লিঙ্গ-বৈষম্য

হয়। এবং এই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার জন্যই লিঙ্গগত অসম মর্যাদার বিষয়টি অর্থবহ হয়ে উঠে ও স্থায়িত্ব লাভ করে।

হিন্দু পরিবার-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর নিয়ম-নিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। মেয়েদের পবিত্রতা সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কারণে ঋতুমতী হওয়ার আগেই বা পরে পরেই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পিতামাতা ব্যস্ত হয়ে উঠেন। হিন্দু পরিবারে মহিলাদের যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ অবিদিত নয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও অন্তর্নিহিত আছে। পরিবারের কন্যাসন্তানের চলাফেরার উপর এবং মেলামেশার উপর এখনও কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এ বিষয়ে মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা যৌনসংযোগ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে, মেয়েদের ক্ষেত্রে তা অভাবিত। ছেলের থেকে মেয়েদের যৌনতাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কারণ প্রচলিত ধারণা অনুসারে বিশ্বাস করা হয় যে, অতি সহজেই মেয়েরা অপবিত্র হয়ে যায়। এবং পরিবারে কোন মেয়ের ক্ষেত্রে এরকম কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটলে, মেয়ের পিতার পরিবারের ও পতির পরিবারের বদনাম হয়। তবে মেয়েদের উপর নিয়ন্ত্রণের আধিক্য সাধারণতঃ উচ্চবর্গের এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারেই অধিক দেখা দেয়; নিম্নবর্গের ও নিম্নবিত্ত পরিবারে মেয়েদের উপর এই নিয়ন্ত্রণ ততটা দেখা যায় না। কারণ পরিবারের জীবিকার সন্ধানে সমাজের নিচুতলার মহিলাদের রুজিরোজগারে বেরোতে হয়, নানা কাজকর্মে যোগ দিতে হয়। স্বভাবতই ঘরে বসে থাকলে তাদের চলে না, ঘরের বাইরে তাদের যেতেই হয়।

মেয়েদের উপর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের আধিক্য

নারী জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিবিধ আইনগত অধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এরকম অধিকার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিও পাচ্ছে। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও পরিবারের মধ্যে মহিলারা নির্যাতনের শিকার হন। পরিবারের মধ্যে নারী নির্যাতন অনেক সময় অতিমাত্রায় নির্মম ও নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের মধ্যে নারী-নির্যাতন হল একটি পারিবারিক অপরাধ। এই পারিবারিক অপরাধ কমেছে এমন দাবি করা যায় না। নারীর প্রতি পরিবারের হিংস্র আচরণের ঘটনা আজও ঘটে এবং ভাল সংখ্যায় ঘটে। নারী নির্যাতনের কারণে নারী অবদমিত হয়। সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা সূত্রে অবহিত হওয়া যায় যে, এই নারী অবদমনের পিছনে নারীর দায়-দায়িত্ব মোটেই কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে অধিক। পরিবারের কিছু কিছু সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রেষারেষির। এ রকম ক্ষেত্রেই নারী অবদমনের ঘটনা অধিক মাত্রায় ঘটতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে পুত্রবধূর উপর শাশুড়ির এবং বউদির উপর ননদের অবদমনমূলক আচরণের কথা বলা যায়। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে মহিলারাই পিতৃতান্ত্রিক ও ভোগবাদী মানসিকতার ধারক ও বাহক হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। তারফলে পরিবারের মধ্যে নারী অবদমনের ঘটনা ঘটতে থাকে। সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকেই পরিবারের মধ্যে নারী অবদমনের এই বিষয়টিকে পরিবারের একটি অন্ধকারময় বিষয় হিসাবে অভিহিত করার পক্ষপাতী। বস্তুত নারী নির্যাতন বা নারী অবদমন হল একটি পারিবারিক অপরাধ।

পরিবারের মধ্যে নারী অবদমন

নারী অবদমনের থেকে বধূ-নির্যাতনের বিষয়টিকে পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরিবারের মধ্যে বধূ নির্যাতনের ঘটনা আজকালও ঘটে এবং এরকম ঘটনার সংখ্যা মোটেই অবহেলা করার মত নয়। সর্বভারতীয় ইংরেজী সংবাদপত্র 'দি টেলিগ্রাফে' প্রকাশিত একটি তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে একুশ শতাংশ নির্যাতিত হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নির্যাতন নিয়মিতভাবে ঘটে এবং স্বামীরাই সরাসরি স্ত্রীদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করে থাকেন। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত উপরিউক্ত তথ্যটির উৎস হল ভারতের পরিবারসমূহের মধ্যে বধূ নির্যাতন সম্পর্কিত একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন। সংশ্লিষ্ট সমীক্ষাটি সম্পাদিত হয়েছে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা বিজ্ঞান সংস্থার দ্বারা। ভারতে বধূনির্যাতনের ঘটনা সকল জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পরিবারগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত নির্যাতিতা বধূদের অধিকাংশ নির্যাতনের কারণ হিসাবে যে সমস্ত বিষয়াদির কথা বলেছেন তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ বরপণ প্রদানে বধূর পিতৃপক্ষের অসামর্থ্য; পতিগৃহের পরিজন ও গুরুজনদের সম্যকভাবে সম্মান প্রদর্শন না করা; রান্নার কাজে অবহেলা; সন্তান পরিচর্যায় গাফিলতি, অনুমতি ছাড়াই ঘরের বাইরে যাওয়া প্রভৃতি। এ হল পিতৃতান্ত্রিক ও ভোগবাদী মানসিকতার ফল। অবাক হওয়ার বিষয় হল এই যে, নির্যাতিত বধূদের অধিকাংশই মনে করেন যে, এই সমস্ত অপরাধের কারণে বধূ নির্যাতন অন্যায় বা অস্বাভাবিক নয়। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বধূদের অধিকাংশই মনে করেন যে, নিজের স্ত্রীর উপর নির্যাতনের স্বাভাবিক অধিকার সকল স্বামীরই আছে। এটা কিছু অন্যায় নয়। বরং এ বিষয়ে বাইরের লোকের কাছে কিছু বলাটাই অন্যায়। এই কারণে এবং পরিবারের মধ্যে এনিয়ে অধিকতর অশান্তির আশঙ্কায় অধিকাংশ গৃহবধূ মুখ খুলতে চান না। পারিবারিক নির্যাতনকে গৃহবধূরা স্বাভাবিকভাবেই

গৃহবধূর উপর গার্হস্থ্য নির্যাতন

স্বীকার করে নিচ্ছেন; প্রতিবাদ করা দূরের কথা, নির্যাতিতা গৃহবধূদের অধিকাংশই বধূ-নির্যাতনকে অন্যায় বলে মনে করেন না। সমাজতাত্ত্বিকদের অভিমত অনুযায়ী ভারতের পরিবার ব্যবস্থায় গৃহবধূদের মধ্যে এই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতি সমর্থন দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এবং এই সম্পর্ক ইতিবাচক।

ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থায় বউ পেটানর ঘটনা কম ঘটে না। পরিবারের অন্দরমহলে মহিলাদের মারধর এবং তাদের উপর হিংসাত্মক ঘটনা প্রায়শই ঘটে। নিম্নবর্গের জাতিগোষ্ঠীর পরিবারসমূহে নিয়মিতভাবেই বউ পেটানর ঘটনা ঘটে। এবং পাড়া-প্রতিবেশী তা অবাধে দেখতে শুনতে পায়। উচ্চবর্গের জাতিগোষ্ঠীর পরিবারসমূহে এ ধরনের বধূ নির্যাতন একেবারে হয় না, এমন নয়। তবে নিচু জাতির পরিবারের অন্দরমহলের ঝগড়া-বিবাদ সর্বদাই সর্বসমক্ষে এসে পড়ে। কোন কিছুই গোপন থাকে না। উঁচুজাতির পরিবারসমূহের অন্দরমহলের ঝগড়া-বিবাদ সাধারণত গোপন থাকে ; সহজে প্রকাশ্যে এসে পড়ে না। তা না হলে, পণের জন্য বউ পেটানো ও বউ পোড়ানোর ঘটনা এখনও ঘটে। বউয়ের উপর অমানুষিক কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। বউয়ের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য-পরিধেয় দেওয়া হয় না। বউয়ের উপর মানসিক অত্যাচার চালান হয় বিভিন্ন ভাবে। বউয়ের পিতার পরিবার-পরিজনদের বিরুদ্ধে অপমানসূচক কথাবার্তা বলা হয়। বউকে প্রতিনিয়ত গঞ্জনা দেওয়া হয়। উঁচুজাতির ও সম্পন্ন পরিবারসমূহে বউয়ের উপর মানসিক নির্যাতন চালান হয় বিভিন্ন ভাবে। উচ্চ শিক্ষিতা এবং নিজের কাজের জায়গায় সম্মানিত অবস্থানের অধিকারী মহিলারাও বউ হিসাবে এ রকম অন্যায়-অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পান না। অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S.C.Dube) তাঁর *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন ঃ ''Even after four decades of Independence one frequently reads of bride-burning and dowry deaths. Other forms of lesser violence are : heaping indignities on the wife and her relations on the paternal side, making the wife do too much work with little rest, failing to provide her adequate nutrition, and mentally torturing her on several scores.''

বউয়ের উপর অন্যায় অত্যাচার

মহিলাদের ধন-সম্পদের উপরও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হতে দেখা যায়। সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের 'স্ত্রীধন' আইনানুসারে নারীর নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্ত্রীধনের ব্যবহারের ব্যাপারে স্ত্রীর স্বাধিকার বা স্বাধীনতা বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কারণ পারিবারিক প্রয়োজনের তাগিদে অথবা পরিবারের আর্থিক সংকট সামাল দেওয়ার জন্য স্ত্রীধন ব্যবহারের ঘটনা প্রায়শই ঘটে। এবং এই কারণে নারীর উপর চাপ সৃষ্টি, এমন কি নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে। আবার নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারগুলিতে পরিস্থিতি অন্য রকম। এই সমস্ত পরিবারে মহিলাদের সম্পদ বলতে মূলত ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতাকে বোঝায়। এ রকম পরিবারের মহিলারা স্বোপার্জিত আয় খুশীমত খরচ করতে পারে না। পরিবারের সদস্যদের অন্নসংস্থানের জন্যই মহিলাদের উপার্জন খরচ হয়ে যায়, অবশিষ্ট থাকে না বললেই চলে। সুতরাং আয়ের কিছুমাত্র জমা করার সুযোগ থাকে না। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের আয় ও সম্পদের উপর পরিবারের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়।

নারীর সম্পদের উপর পরিবারের নিয়ন্ত্রণ

বস্তুত সাবেকি সমাজব্যবস্থার রীতিনীতি ও মূল্যবোধ থেকে মহিলারা এখনও মুক্তি পাননি। প্রচলিত প্রথা-প্রকরণের সঙ্গে মহিলাদের সংযোগ-সম্পর্ক অনতিক্রম্য প্রতিপন্ন হচ্ছে। অধ্যাপক রাম আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Indian Social System* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ ''Women are least liberated from the traditional values and age strongly oriented to the existing norms.'' বিবাহ সম্পর্কিত বর্তমান আইনের বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে মহিলাদের ধারণা অত্যন্ত কম। অধ্যাপক আহুজার সমীক্ষানুযায়ী মাত্র এক-দশমাংশ মহিলার বিবাহ-আইন সম্পর্কে অল্প কিছু ধারণা আছে। বিবাহের আইনানুমোদিত বয়স; বিবাহে নিজের জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিণী নির্বাচনের অধিকার; পণপ্রথা বিরোধী আইন; বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার; বিবাহ-বিচ্ছেদের পর আইনানুমোদিত খরপোষের অধিকার; বিধবা বিবাহের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যমান আইনসমূহের বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে মহিলাদের অধিকাংশেরই অজ্ঞতা অনস্বীকার্য। এবং এই অজ্ঞতার কারণেই প্রণীত আইনগুলির সুফল পাওয়া যায়নি।

পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের ভূমিকা নিতান্তই অবহেলিত; কার্যত অনুপস্থিত। শুধুমাত্র ঘর-গৃহস্থালীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পতিকে পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করতে দেখা যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিষয়টি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য অর্জন করতে পারেনি। পরিবার ব্যবস্থায় মহিলাদের অবদমিত অবস্থান সত্ত্বেও অধিকাংশ মহিলার জীবনের অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্টির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়; হতাশা বা বঞ্চনার ভাব বড় একটা দেখা যায় না। অধ্যাপক আহুজার সমীক্ষা অনুযায়ী মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ মহিলাই নিজেদের বিবাহ ও পরিবার নিয়ে সন্তুষ্ট। আবার নিরক্ষর, অল্পশিক্ষিত ও দরিদ্র মহিলারা এবং মধ্য বয়স্কা মহিলারা পরিবার ও গার্হস্থ্য কাজকর্ম নিয়ে অধিকতর সন্তুষ্ট। বিপরীতক্রমে বিত্তবান, শিক্ষিতা ও অপেক্ষাকৃত কম বয়েসী গৃহবধূদের মধ্যে এই সন্তুষ্টির হার ও মাত্রা কম। অর্থাৎ শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা ও বয়সের সঙ্গে

গৃহবধূদের সন্তুষ্টির মাত্রা ও হার বিপরীত মুখী সম্পর্কে সম্পর্কিত। অধ্যাপক আহুজা মন্তব্য করেছেন ঃ "Level of satisfaction with housework varies inversely with age, education and income."

জনবিন্যাস ও ভারতীয় নারী

ভারতে জনবিন্যাস বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে নারী অবদমনের বিষয়টি স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ভোগবাদী পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রাধান্য এখনও অনস্বীকার্য। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই কন্যাসন্তান অবাঞ্ছিত বিবেচিত হয়। প্রাসঙ্গিক সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এ বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (Indian Medical Association) ভারতে জনবিন্যাস সম্পর্কিত সামাজিক সমীক্ষা সম্পাদন করেছে। এই সমীক্ষার প্রতিবেদন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতে কন্যাভ্রূণ ও শিশুকন্যা হত্যার ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে। এবং নির্দয় ও নির্বিচারে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর কন্যাভ্রূণ হত্যার সংখ্যা গড়ে কুড়ি লক্ষ। স্বভাবতই বর্তমান ভারতে নারী-পুরুষের অনুপাত অতিমাত্রায় আশঙ্কাজনক। ব্রিটিশ আমলে এই অনুপাত যা ছিল, স্বাধীন ভারতে তা আরও নিম্নমুখী। Indian Medical Association-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ব্রিটিশ আমলে ১৯০১ সালে ভারতবর্ষে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা যেখানে ছিল ৯৭২, স্বাধীন ভারতে ১৯৯১সালে, নব্বই বছরের ব্যবধানে, তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৯২৭; সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষকদের আশঙ্কা এই অনুপাত বর্তমানে আরও নীচে নেমে গেছে।

আবার ভারতের সকল প্রদেশে এই অনুপাত এক রকম নয়। যে সমস্ত অঙ্গরাজ্যে নারী অবদমনের হার ও মাত্রা অধিক বা যে সমস্ত রাজ্যে নারী হীনতর অবস্থায় অবস্থিত, সেই সমস্ত অঙ্গরাজ্যেই আনুপাতিক বিচারে পুরুষের থেকে নারীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কম। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র কেরলের জনবিন্যাসগত পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে সন্তোষজনক এবং উন্নত দেশসমূহের পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনাযোগ্য। ভারতের যে সমস্ত অঙ্গরাজ্য অনেকাংশে সামন্ততান্ত্রিক প্রকৃতির এবং অনগ্রসর, সেই সমস্ত অঙ্গরাজ্যের জনবিন্যাসগত পরিস্থিতি হতাশাজনক। এই সমস্ত রাজ্যের অনুপাতিক বিচারে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশ কম।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কন্যাসন্তানকে এখনও বোঝা হিসাবে অবজ্ঞা করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অত্যাধুনিক পরীক্ষা-ব্যবস্থা (amnicentesis)-র কল্যাণে মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায়। স্বভাবতই কন্যা-ভ্রূণ নষ্ট করা হচ্ছে ব্যাপক হারে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী একমাত্র মুম্বাই শহরেই ১৯৮৪ সালে চল্লিশ হাজার কন্যা-ভ্রূণ নষ্ট করা হয়েছে। শিশু কন্যা হত্যার বিষয়টিও অবহেলাযোগ্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত অবহেলার কারণে কন্যাসন্তানের অপমৃত্যু ঘটে। প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে বছরে পুত্রসন্তানের থেকে তিনলক্ষ অধিক কন্যাসন্তানের মৃত্যু ঘটে শিশু অবস্থায়।

কর্মক্ষেত্র, শ্রম ও ভারতীয় নারী

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারী-অবদমন ও নারীর হীনতর অবস্থানের একটি বড় কারণ হল আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নারীর স্বনির্ভরতার অভাব। ভারতে বিভিন্ন কাজকর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার পিতৃতান্ত্রিক প্রকৃতিই হল কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গগত বৈষম্যের মূল কারণ। আধুনিককালের কর্মক্ষেত্র উৎপাদনমুখী। এ রকম উৎপাদনশীল কাজকর্মে পুরুষদের নিয়োগের ব্যাপারে এক ধরনের স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতি সম্পর্কিত চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৯ ধারায় একই কাজের জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমমজুরীর কথা বলা হয়েছে। সমমজুরী সম্পর্কিত আইনও প্রণীত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও পরিস্থিতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কর্মক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে নারী শ্রমিক কম পারিশ্রমিক পায়। অবশ্য আনুষ্ঠানিক ও বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রগুলির কথা আলাদা। সাধারণভাবে বলা যায় যে নারী শ্রমিক অধিক মাত্রায় শোষিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের জায়া ও জননীর ভূমিকায় এবং গার্হস্থ্য কর্ম, সন্তান প্রতিপালন ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর এই সমস্ত কাজকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কারণ মহিলাদের গৃহকর্মের সঙ্গে আর্থনীতিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কহীন। ভারতে আদমসুমারীর বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী কেবলমাত্র তাঁরাই শ্রমিক হিসাবে পরিগণিত হন যাঁরা আর্থনীতিক উৎপাদন কর্মের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নারী যোগসূত্রহীন। এই কারণে সাধারণভাবে ঘরকন্যার কাজকর্মে নিযুক্ত মহিলাদের গৃহবধূ হিসাবে গণ্য করা হয়, শ্রমিক হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। এই মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতে নারী শ্রমিকের হিসাব হল শতকরা

কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষে বৈষম্য